গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০০০.২৭.০০২.১৮.৯৫ তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪২৫
০৯ এপ্রিল ২০১৯

বিষয়: **ফাস্ট ক্যাপিট্যাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর পরিদর্শন প্রতিবেদন।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ফাস্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা/মূল্যায়নপূর্বক বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা-এর নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং মতামতসহ একটি পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

১) শুরু থেকে একই ব্যক্তি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন-যা গণতান্ত্রিক রীতির পরিপন্থী বলে কমিটি মনে করে। কাজেই, জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ অ্যান্ড ফার্মস কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ২০১৭ ও ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত সভার উপস্থিতির তালিকা ও কার্যবিবরণী চেয়ে প্রেরণ করতে হবে।

২) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৬এর ৩ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ২৫,০০০ বর্গফুট পরিমাণ ফ্লোর স্পেসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অথচ উক্ত শর্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রয়োজনীয় ও নির্ধারিত পরিমাণ ফ্লোরস্পেস নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় ৬ (ছয়) বছর পেরিয়ে গেলেও এবং কমিশন থেকে তাগিদ দেয়ার পরেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বিষয়ে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এ ব্যাপারে আগামী ২ মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ফ্লোর স্পেস এর ব্যবস্থা না করলে কমিশনের ওয়েবসাইটে স্টার(*) চিহ্ন দেয়া হবে।

৩) বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গবেষণার অবকাঠামোসহ গবেষণার বাস্তব কার্যক্রম পরিচালনা ও আধুনিকীকরণ করতে হবে।

৪) অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে হিসাব পরিচালনাকারীর স্বাক্ষর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ৪৪(২) অনুযায়ী বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন কর্মকর্তা এবং ট্রেজারার এর যৌথ স্বাক্ষরে সাধারণ তহবিল পরিচালিত হবে। কাজেই, আইন অনুযায়ী এ বিষয়ে কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫) সরকারি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নিয়মিত সিন্ডিকেট সভাসহ অন্যান্য কমিটির সভা অনুষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। এছাড়া একাডেমিক কাউন্সিল, পাঠ্যক্রম কমিটি, অর্থ কমিটি ও শৃঙ্খলা কমিটি গঠনপূর্বক নিয়মিতভাবে সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।

৬) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টিতে উপ-উপাচার্য, প্রক্টর, ছাত্র কল্যাণ উপদেষ্টা, পরিচালক (অর্থ) সহ অন্য সকল কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭) ২ বছর মেয়াদী এলএলবি কোর্স পরিচালনা বন্ধ করার এবং এমপিএইচ প্রোগ্রামের অনুমোদন পত্রের কপি প্রেরণ করতে হবে। সে সাথে যেহেতু শুরুতে কোর্সগুলো ট্রাইমিস্টার হিসাবে পরিচালনা করা হতো পরবর্তীতে ডুয়েল সেমিস্টার করার বিষয়ে কোর্সগুলো কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী আপডেটেড করা হয়েছে কি-না, করা না হলে অতিসত্বর আপডেট করার নিমিত্ত কমিশনে আবেদন করাতে হবে।

৮) নীতিমালা অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৯) প্রকৃত শিক্ষার্থীর তথ্য প্রেরণ করতে হবে।

১০) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতে বেতন কাঠামো ও চাকুরির প্রবিধানমালা প্রস্তুতপূর্বক কমিশন করতে হবে।

১১)শিক্ষকদের পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ে ইউজিসি নীতিমালা অনুসরণ করে পরবর্তী পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণসহ কমিশনের শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা অনযায়ী এবং শিক্ষার্থীর কর্তৃক মূল্যায়ন, গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির

ব্যবস্থা করার ওপর জোর দিতে হবে।

১২) APR এবং Evaluation Report- সহ শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষকগণের গোপন মূল্যায়ণ ব্যবস্থা চালু করে শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়ণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা করতে হবে।

১৩) তথ্য প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণসহ TOT, Seminar, Visit in Abroad, Training in Abroad, Faculty Exchange Program সহ যুগোপযোগী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেমিনার এর মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৪) জরুরি ভিত্তিতে ভবনের ফ্লোর স্পেস বৃদ্ধি করে শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাফেটেরিয়া, প্রার্থনা কক্ষসহ ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা আলাদা কমন রুম, পর্যাপ্ত টয়লেট ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫) জরুরি ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির পরিসর বৃদ্ধি করাসহ লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ এবং ইলেকট্রনিক বই ও জার্নাল সরবরাহের ব্যবস্থাকরণের এবং ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণের পর ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরির সদস্যপদ গ্রহণ করতে হবে।

১৬। বিশ্ববিদ্যালয়টিকে গবেষণাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ গবেষণায় বাস্তব কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১৭। ভবিষ্যতে এফডিআর-এর লভ্যাংশের অর্থ উত্তোলনের পূর্বে বা এফডিআর ভাঙানোর প্রয়োজন হলে অবশ্যই কমিশন অথবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। সে সাথে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে অদ্যাবধি বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলের কোনো অডিট না করানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে সতর্ক করতে হবে।

১৮) হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী যৌন হয়রানি ও যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত কমিটি গঠনের নোটিশ ও কমিটির সভার কার্যবিবরণী চেয়ে এবং অভিযোগ দাখিলের বাক্স স্থাপন করতে হবে।

২. বর্ণিত অবস্থায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও তথ্যাদি প্রেরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৯-৪-২০১৯
জিন্নাত রেহানা
উপ-সচিব

উপাচার্য
ফাস্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, চুয়াডাংগা।

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০০০.২৭.০০২.১৮.৯৫/১

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪২৫
০৯ এপ্রিল ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সিনিয়র সচিব এর একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩) সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।

৯-৪-২০১৯
জিন্নাত রেহানা
উপ-সচিব